দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 FEB 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

3

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা

শহরাঞ্চলের তুলনায় মফস্বলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী

।। মনোজ রায় ।।

আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ড থেকে প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করবেন। এবার শহরাঞ্চলের তুলনায় মফস্বলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী।

মোট ১শ' ৩৪টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে এবার পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে, রাজধানী ও জেলা পর্যায়ের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো চেয়ে উপজেলা পর্যায়ের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, নরসিংদী জেলা সদরের পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৮৯, পক্ষান্তরে এই জেলার অন্তর্ভুক্ত মনোহরদী উপজেলা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৫শ' ৯৭ এবং শিবপুর উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৩শ' ৯০। তেমনি টাঙ্গাইল জেলা সদরের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ২শ' ১৫, অন্যদিকে এই জেলার কালিহাতি উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৬শ' ৭২। ময়মনসিংহ জেলা সদরের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৪শ' ৬১ এবং এই জেলার গফরগাঁও উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ২ হাজার ১শ' ৭৭ এবং গৌরীপুর উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ২শ ৩৮। কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা

(১ম পাতার পর)

পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬শ' ৮৯, একইভাবে এই জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ১শ' ৭৮ এবং কটিয়াদী উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭শ' ৭৬ জন। জামালপুর জেলা সদরের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫শ' ১২ এবং এই জেলার পরিষাবাড়ী উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৪শ' ১২ জন। এই জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রে ৯শ' ৩১ জন, মেলান্দহ পরীক্ষা কেন্দ্রে ৯শ' ১৬ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে। এছাড়া ঢাকা বোর্ডের প্রায় সর্বত্রই জেলা সদরের পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় উপজেলা পর্যায়ের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশী। যদিওজেলা সদরে স্কুলের সংখ্যা যেকোন উপজেলার স্কুলের সংখ্যার চেয়ে বেশী।

মফস্বলের কেন্দ্রগুলো থেকে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দেবার এই প্রবণতার কারণ কি---এব্যাপারে ঢাকা বোর্ডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন,সব উপজেলা কেন্দ্রেই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী নয়, তবে যেসব উপজেলা কেন্দ্রে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ পাওয়া যায় বলে ধারণা করা হয় সাধারণতঃ সেসব কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত স্কুলগুলোতেই পরীক্ষার্থীর ভিড় বাড়ছে। তিনি জানান. বোর্ড কর্তৃপক্ষ শহরাঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে যেভাবে নজর দিতে পারেন মফস্বলে তা পারেন না।

এই কর্মকর্তা আরো জানান যে, উপজেলা পর্যায়ের এমন অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে মোটা অংকের টাকা নিয়ে বোর্ডের নিয়ম লংঘন করে অনেক অযোগ্য ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষা দেবার সুযোগ করে দেন। তিনি জানান, বোর্ডের নিয়ম লংঘন করে যেসব স্কুল থেকে ফরম পূরণ করে পাঠানো হয়েছে সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় হাজারখানেক ফরম আটক করা হয়েছে। এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে বলে তিনি জানান।

গত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বোর্ডের নিয়মভঙ্গের বিভিন্ন অভিযোগে প্রায় ৮ হাজার পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়েছিল, যদিও পরবর্তী সময়ে মানবিক কারণে কিছু আর্থিক জরিমানা আদায় করে এদের ফল প্রকাশ করা হয়েছে।

বোর্ডের নিয়ম লংঘনের অভিযোগে যেসব স্কুল অভিযুক্ত হবে সেসব স্কুলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।